(সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯৭)
(WEEKLY BOOKLET 197)

বাদশাহ'র দুর্গন্ধময় লাশ!

- গীবত নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়
- গীবত শুনাও হারাম
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গীবত করা থেকেও বিরত ছিলেন
- বক্ বক্ করার অভ্যাস কুফরীর দিকে নিয়ে যায়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয়বস্তু “গীবত কি তাবাহকারীয়া” ১৬৩-১৭৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

বাদশাহ’র দুর্গন্ধময় লাশ!

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক: যে কেউ পুস্তিকা “বাদশাহ’র দুর্গন্ধময় লাশ!” পড়ে বা শুনে নিবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাকে মকবুল বান্দা বানিয়ে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে ধন্য করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন তোমরা কোন মজলিসে (অর্থাৎ বৈঠকে) বসবে তখন এটা বলো: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ **আল্লাহ পাক** তোমাদের জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাদেরকে **গীবত** থেকে বিরত রাখবে, আর যখন মজলিস থেকে উঠবে তখন এটা বলবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ তখন ফিরিশতা মানুষদেরকে তোমার **গীবত** করা থেকে বিরত রাখবে। (আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবত নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়

হায়! আমাদের সমাজের ধ্বংসযজ্ঞতা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! **গীবত** করার ও শুনার অভ্যাস চতুর্দিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে পরিণত করেছে। বর্ণিত আছে: আগুনও একটি শুষ্ক কাঠকে খন্ডকে এত দ্রুত জ্বালিয়ে দেয়না, যত দ্রুত **গীবত** মানুষের নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

আমার নেকী সমূহ কোথায় গেল?

হে আশিকানে রাসূল! **গীবতের** ধ্বংসলীলার মধ্যে এটিও একটি যে,এর দ্বারা নেকী সমূহ বরবাদ হয়ে যায় যেমন- **নবী করীম,রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে তার আমল নামা খুলে দেয়া হবে, সে বলবে: আমি দুনিয়াতে অমুক অমুক যে সৎকাজ করেছিলাম তা কোথায় গেল? বলা হবে: তুমি যে **গীবত** করেছিলে সেটার কারণে তোমার নেকী সমূহ তোমার আমল নামা থেকে মুছে দেয়া হয়েছে।

(আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০)

কিয়ামতের দিন প্রতিটি শব্দেরই হিসাব হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! কিয়ামতের দিন মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি শব্দেরই হিসাব হবে। ভেবে দেখুন! এ

www.dawateislami.net

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে কয়েকদিন স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করার পর আমাদেরকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরে সমাহিত করা হবে। অতঃপর কবরের সে ভয়াল একাকিত্বে না জানি কতদিন থাকতে হবে। এরপর যখন হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত করা হবে তখন নিজের প্রতিটি আমল আপন আমল নামাতে লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে। যেমন- মহান **আল্লাহ পাক** পবিত্র কোরআনের ৩০ পারার সূরা যিলযালার ৬-৮নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

(পারা: ৩০, সূরা: আযযিলযাল, আয়াত: ৬-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ দিন মানুষ আপন রবের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো হয়। সুতরাং যে এক অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমান মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

হায়! আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা আমাদের ব্যাপারে কি, কিছুই জানিনা, **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কি মাগফিরাতের আদেশ দেয়া হবে, নাকি

www.dawateislami.net

জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার দন্ডাদেশ দেবেন, কিছুই জানিনা। نَسْئَلُ الْعَافِيَه অর্থাৎ আমরা তাঁর দরবারে মুক্তির নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

গর তো নারাজ হোয়া মেরি হালাকাত হোগি!
হায়ে! মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোগা ইয়া রব।
আ'ফওয় কর আওর সাদা কেলিয়ে রাজ্বি হোজা,
গর করম কর দে তো জান্নাত মে রহো গা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যার গীবত করা হয় সে লাভবান হয়...

যখন আপনি জানতে পারেন যে আপনার **গীবত** করা হয়েছে, তবে রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করুন, আর এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্থ সেই হয় যে **গীবত** করেছে, যার **গীবত** করা হয়েছে সে তো লাভবানই হয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: কিয়ামতের দিন যখন মানুষের হাতে তার আমল নামা দেয়া হবে, তখন সে তাতে এমন সব নেকী দেখতে পাবে যা সে জীবদ্দশায় করেনি, আরয করবে: হে **আল্লাহ পাক**! এসব নেকী আমার

www.dawateislami.net

আমল নামায় কোত্থেকে এলো? বলা হবে: এসব ওই নেকী যা লোকেরা তোমার **গীবত** করেছিল। (তামবিহুল মুগতাররিন, ১৯২ পৃষ্ঠা)

আমার আম্মাজানই আমার নেকী পাওয়ার অধিক হকদার

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে কেউ **গীবত** সম্পর্কে আলোচনা করল তখন তিনি বললেন: যদি আমি কারো **গীবত** করাকে সঠিক মনে করতাম তবে নিজের মায়েরই **গীবত** করতাম। কেননা আমার আম্মাজানই হলো, আমার নেকী পাওয়ার অধিক হকদার।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৬৫ পৃষ্ঠা)

মায়ের সম্পূর্ণ হক আদায় করা অসম্ভব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনকে নাড়া দেয়ার জন্য এ ঘটনাতে উপদেশ অর্জনের অনেক মাদানী ফুল রয়েছে, নেকী যেহেতু অমূল্য সম্পদ এবং মায়ের হক থেকেও দায়মুক্ত হওয়া অসম্ভব। তাই নিজের নেকী সমূহ যদি কাউকে দিতেই হয়, তবে নিজের মাকেই কেন দেবনা! এ ঘটনাতে মায়ের গুরুত্বের ব্যাপারেও জানা গেলো। যা হোক **গীবতে** কোন কল্যাণ নেই, বরং ক্ষতিই আর ক্ষতি।

আয় পিয়ারে খোদা আয্‌পেয়ে সুলতানে মদীনা
গীবাত কি নুহোসাত সে মেরি জান ছোড়া দে।

www.dawateislami.net

অর্ধেক গুনাহ মাফ

হযরত সায়্যিদুনা আতা খোরাসানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কেউ যদি আপনার **গীবত** করে তাতে আপনি দুঃখিত হবেন না, **গীবত**কারী **গীবত** দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নিজের অজান্তে আপনারই উপকার করছে! আমরা এ বিষয়ে অবগত রয়েছি যে, যার একবার **গীবত** করা হয় তার অর্ধেক গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। (তামবিহুল মুগতাররিন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

সারা রাতের ইবাদত ও গীবত

একদা হযরত সায়্যিদুনা হাতেমে আসম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গিয়েছিল। তখন তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্মানিতা স্ত্রী সে জন্য তাঁকে খুবই লজ্জা দিলো। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: গত রাতে কিছু লোক সারারাত নফল ইবাদতে মশগুল ছিলো, কিন্তু সকালে উঠে তারা আমার **গীবত** করায় তাদের সে রাতের ইবাদত কিয়ামতের দিন আমার আমলের পাল্লায় তুলে দেয়া হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৬ পৃষ্ঠা)

১০০ বছরের নফল ইবাদত ও একটি গীবত

হে আশিকানে আউলিয়া! বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর বানী সমূহে হিকমতের অসংখ্য মাদানী ফুল খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্ণিত ঘটনাটিতে **গীবত**কারীদেরকে অতি মার্জিত ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যেন তারা **গীবত** করে নিজেদের ইবাদতের উপর কুঠারাঘাত না করে। বর্ণিত ঘটনা থেকে এ মাদানী ফুলও অর্জিত হল, যেসব লোক চাই সারা রাতই ইবাদতে অতিবাহিত করে, সে যদি **গীবত** থেকে বিরত না থাকে, তবে তার ইবাদত, রিয়াযত তাদেরই দিয়ে দেয়া হবে যাদের সে **গীবত** ও হক নষ্ট করেছিল! সত্য বলতে কি, ১০০বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও একটি মাত্র **গীবত** অত্যধিক ভয়ংকর ও বিপজ্জনক কেননা কেউ যদি জীবনে কোন নফল ইবাদত নাও করে, তবুও কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা, অন্যদিকে **গীবতের** মধ্যে রয়েছে মহান **আল্লাহ পাকের** আদেশ অমান্য করা, আর পরকালীন সাওয়াবের বিনাশ। দুনিয়ার যাবতীয় ধনদৌলত হাতছাড়া হলে যদিও মনে কষ্ট লাগে, মর্মাহত হতে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সামান্যতম ক্ষতি, আর কিয়ামতের দিন কারো হক নষ্ট করার কারণে যদি নিজের একটি নেকীও দিতে হয়, তবে খোদার কসম! তা হবে মহা ক্ষতি ।

মীযাপে সব কাড়ে হে আ'মাল তুল রহে হে
রাখ লো ভরম খোদারা *আত্তার* কাদেরী কা।

www.dawateislami.net

অভাব পুরণ করা ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, নেকী সমূহ রক্ষা করুন বরং খুব বাড়াতে থাকুন, নেকী বাড়ানোর মক্কী-মাদানী পন্থা অবলম্বন করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী হোন। سُبْحٰنَ الله! কতই সৌভাগ্যবান সে সমস্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন, যারা নিজেদের জিহ্বাকে নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং যিকির ও দরূদ পাঠে সদা সর্বদা নিয়োজিত রাখেন। মুসলমানদের অভাব পূরণ করা একটি সাওয়াবের কাজ অনুরূপ রোগী কিংবা বিপদগ্রস্থ মানুষকে সান্তনা দেয়াও জিহ্বার একটি উত্তম ব্যবহার। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য যায়, **আল্লাহ পাক** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়া দান করেন, ঐসব ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। সে ঐ কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত **আল্লাহ**র রহমতের সাগরে নিমজ্জিত থাকে, আর যখন সে এ কাজ থেকে অবসর হয়ে যায় তখন তার জন্য **আল্লাহ পাক** একটি হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব লিখে দেন, আর যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

কোন অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করে, **আল্লাহ পাক** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়া দান করেন। আর সে নিজের ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতিটি কদম উঠানোর বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন এবং তার প্রতিটি কদম রাখার বিনিময়ে তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, যখন সে ঐ অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসে, তখন **আল্লাহ**র রহমত তাকে আবৃত করে রাখে এবং সে নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত **আল্লাহ**র রহমত তাকে আবৃত করে রাখে।

(আল মু'জামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৯৬)

জান্নাতের দু'জোড়া পোশাক

যখন কারো সন্তান সন্ততি অসুস্থ হয়ে যায়, কেউ বেকার কিংবা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়, দূর্ঘটনার শিকার হয়, চোর বা ডাকাত মাল নিয়ে পালিয়ে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতির শিকার হয়, কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাকুল হয়ে যায়, মোট কথা, যে কোন ধরনের পেরেশানীতে পড়ে যায় তাকে সান্তনা বা সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য জিহ্বার ব্যবহার করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

কোন বিপদগ্রস্থ মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবে **আল্লাহ পাক** তাকে তাক্ওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপর দয়া করবেন, আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতের পোশাক সমূহ হতে এমন দু'জোড়া পোশাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (সম্পূর্ণ) দুনিয়া দিলেও হবে না।" (আল্ মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৯২)

ইয়া খোদা সদকে নবী কা বখশ মুঝ কো বে হিসাব
নাযা ওহ কবর ওহ হাশর মে মুঝ কো না দেনা কোছ আ'যাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবত শুনাও হারাম

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গান গাওয়া ও শুনা, **গীবত** করা ও শুনাতে, **চুগলখোরী** করা ও শুনা থেকে নিষেধ করেছেন। (আল্ জামেউস সগির, লিস্ সুয়ূতি, ৫৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩৭৮)

হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **গীবত** শ্রবণকারীও **গীবত**কারীর মধ্যে একজন।

(ফয়যুল কাদির, ৩য় খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৬৯ এ ব্যাখ্যায়)

গীবতে অংশ গ্রহণ করার সকল ধরণই গুনাহ

গীবত শুনে আনন্দবোধ করা, মনোযোগের সাথে **গীবতের** প্রতি কান দেয়া, **গীবতে** তৃপ্ত হয়ে হ্যাঁ, হুঁ, জ্বী ইত্যাদি সম্মতি মূলক শব্দ উচ্চারণ করাও **গীবতের** মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **গীবত** শ্রবণকারীর এ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াদান **গীবত**কারীকে আরো বেশী বেশী **গীবত** করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সে আরো উৎসাহিত হয়ে **গীবত** করে, এছাড়া **গীবত** শুনে আনন্দবোদ ও বিস্ময় প্রকাশ করাও গুনাহ্। যেমন- হতবাক হয়ে বলা: আরে! সে কি এরূপ ব্যক্তি! আমি তো তাকে ভাল মানুষ মনে করতাম। আগ্রহ ভরে **গীবত** শুনা, **গীবতে** বিস্ময় প্রকাশ করা, **গীবতের** প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নাড়া ইত্যাদিতে **গীবত**কারীর সমর্থন ও উৎসাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে হয় বরং **গীবত** করার সময় শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিরবতা অবলম্বনকারীও **গীবতের** একজন অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

বাদশাহ'র দূর্গন্ধময় লাশ

একদা কিছু লোক হযরত সায়্যিদুনা মায়মুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে এক বাদ্শাহ'র নিন্দা করা আরম্ভ করল তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা নীরবে শুনছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজে সে

www.dawateislami.net

গীবত সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেন নি। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রাত্রে ঘুমালেন তখন স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন, ঐ বাদ্‌শাহের দুর্গন্ধময় লাশ তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সামনে রাখা হল এবং এক ব্যক্তি তাকে উদ্দেশ্য করে বলল: এটা আহার করুন! তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি কেন এটা আহার করব? সে লোকটি বলল: এজন্য যে, তোমার সামনে এ বাদ্‌শাহের **গীবত** করা হয়েছিল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি তো তার সম্পর্কে ভালমন্দ কিছুই বলিনি। লোকটি বলল: কিন্তু তুমি এ বাদ্‌শাহের **গীবত** শ্রবণে সন্তুষ্টি ছিলে। (সিফাতুস সফওয়া লেইবনে যওযী, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা) **হযরত সায়্যিদুনা হাযাম** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মায়মুন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ না কারো **গীবত** করতেন, না তাঁর সামনে কাউকে **গীবত** করতে দিতেন বরং কেউ তাঁর সামনে **গীবত** করার চেষ্টা করলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে বারণ করতেন। যদি সে বিরত থাকে তবে তো ব্যস নতুবা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪১৮)

রাজনৈতিক আলোচনার বৈঠক

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেলো, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, শাসক গোষ্ঠী এবং প্রশাসনিক

www.dawateislami.net

কর্মর্কতাদেরও **গীবত** থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজকাল আমাদের এমন কোন মজলিস নেই যেখানে কোন না কোন রাজনৈতিক নেতা বা সরকারের মন্ত্রী, কিংবা আঞ্চলিক পরিষদের উচ্চ পদস্থ সদস্যের যশ-খ্যাতিকে ধরাশায়ী করা হচ্ছে না। কখনো প্রধান মন্ত্রীকে সমালোচনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে, আবার কখনো বা প্রেসিডেন্টকে, কখনো উজিরে আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আবার কখনো বা গভর্নরের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন লোকের সম্পর্কে নামে বেনামে জোরালো নেতিবাচক বাদ প্রতিবাদ করা হচ্ছে, মনভরে তাদের কুৎসা রটনা করা হচ্ছে এবং এক একটা মন্দ নাম রাখা হচ্ছে। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন! **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনের ২৪তম পারার সূরায়ে হুজরাতের **১১** নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ

(পারা: ২৬, সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না।

ফিরিশতারা অভিশাপ দিতে থাকেন

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **'আসু কা দরিয়া'** এর ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ

রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার নাম ব্যতিত অন্য কোন শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ- মন্দ নামে) আহ্বান করে ফিরিশতারা তার ওপর লানত দিতে থাকে।"

(আল জামেউস সগীর, লিস সুয়ূতি, ৫২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৬৬)

পত্রিকার খবরের বেহাল দশা

বেপরোয়া যুব শ্রেণীদের আসরে, বয়োবৃদ্ধদের খোশ গল্পের অধিকাংশ মজলিসে শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের **গীবত**, অপবাদ, কু-ধারণা এবং দোষ-ত্রুটি অন্বেষণের এমন জঘন্য প্রথা চালু রয়েছে যে, اَلۡاَمَان وَالحفیظ! **আল্লাহ**র নিকট আমরা তা থেকে পরিত্রাণ চাই! **আল্লাহ পাক** আমাদের রক্ষা করুক। অতঃপর কষ্টের উপর কষ্ট হচ্ছে কারো কাছে তাদের এসব ভিত্তিহীন কথাগুলোর কোন প্রমাণ থাকেনা! হয়তো কেউ বলতে পারে, কেন ভাই? আমি অমুক পত্রিকায় পড়েছিলাম! এবার ধরুন সে যে সব পত্রিকার দোহাই দিচ্ছে তাতো চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের অশ্লীল ছবিতে ভরপুর বিজ্ঞাপন, যৌন উদ্দীপক খবরে, গোপন পাপে লিপ্তদের শরয়ী অনুমতি ব্যতীত সম্মান সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করনে,

www.dawateislami.net

ক্ষমতাসীন, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং সমাজের সর্বস্তরের মুসলমানদের মানহানি, অপবাদ এবং সমালোচনার প্রতিবেদনে, এমন কি মৃত মুসলমানদের **গীবত** ও দোষ কীর্তনেও ভরপুর থাকে তবে আমার দৃষ্টিতে কোন **আল্লাহ**র ওলিও যদি এসব **গীবত** ও গুনাহে ভরা খবরে ভরপুর, বেপর্দা রমনীদের অশ্লীল চিত্রে ভরপুর পত্রিকা পাঠে মগ্ন হয়ে পড়েন, তবে মনে হয়না তিনি তাঁর বেলায়ত রক্ষা করতে পারবেন! মন্দ সংবাদে পূর্ণ এমন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত ভূল-ত্রুটি অন্বেষণ ও **গীবতে** পরিপূর্ণ সংবাদকে তার দাবী ও বক্তব্যের সপক্ষে দলিল হিসাবে খাড়া করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হতে পারে? সে পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর যদি সত্যও হয়ে থাকে, তারপরও শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি পত্রিকাতে প্রকাশ করা এছাড়া এরূপ গুনাহে পরিপূর্ণ খবর শরীয়তের অনুমতি ব্যতিত পাঠ করা ইসলামী শরীয়াত কখন বৈধ ঘোষণা করল? ইসলাম তো এরূপ খবরকে; ছিদ্রান্বেষণ ও **গীবত** ঘোষণা করে এর প্রতি যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করেছে।

কুকুরের মত কামড়াতে ও আঁচড়াতে থাকবে!

যাহোক, এমন সংস্পর্শ ও বৈঠক বর্জন করা আবশ্যক, যেখানে অহরহ গুনাহে ভরা আলোচনা চলতে থাকে, চলমান

www.dawateislami.net

পরিস্থিতির অহেতুক আলোচনা হয়ে থাকে, মুসলমানদের মান-সম্মান-সম্ভ্রম পদদলিত হতে থাকে এবং অবাদে **গীবত** করা হয়। আপনার অন্তরে **আল্লাহ**র শাস্তির প্রতি ভয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আরয করছি, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'আসুকা কা দরিয়া'** এর ২৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন **আল্লাহ**র নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার জন্য সলা-পরামর্শকারীগণ, পাপ কাজে একে অপরের সহায়তা কারীগণ একত্রিত হবে অতঃপর তারা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাড়াবে এবং কুকুরের মত একে অপরকে কাঁমড়াতে ও আঁচড়াতে থাকবে, এরা ঐসব দূর্ভাগা যারা তাওবা করা ব্যতিত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। (বাহরুদ দুমু, আরবী, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

মে ফালতু বাতো সে রহো দোর হামেশা
চোপ রেহনে কা আল্লাহ! সলিকা তো সিখাদে।

দোয়া কুনূত পাঠকারীগণ নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন

হে আশিকানে আলা হযরত! খারাপ সংস্পর্শ ও অৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য অন্যথায় আখিরাত

www.dawateislami.net

ধ্বংস হতে পারে। আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পবিত্র শরীয়তে নামাযের মধ্যে এমন কোন দোয়ার ব্যবস্থা রাখেনি, যা শুধুমাত্র মুখ দ্বারা পাঠ করা হয়, অর্থ উদ্দেশ্য হয়না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আরয করছি, বিতির নামাযে নিশ্চয়ই আপনি এ দোয়া এ কুনুত পড়ে থাকেন যাতে: وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ অর্থ: "হে **আল্লাহ**! আমরা পৃথক এবং বর্জন করি তাকে, যে তোমার নাফরমানী করে।" যদি ইতোপূর্বে এ বাক্যটির অর্থ জানা না থাকে, তবে চলুন এখন তো জেনে নিলেন সুতরাং আপনার মালিকের সাথে কৃত প্রতিদিনের এ ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট হোন এবং বেনামাযী, গালি গালাজকারী, কু-ধারণা পোষণকারী, **গীবত**, অপবাদ, চুগলখোরী এবং নানা রকম নাফরমানীতে লিপ্ত ফাসিক ও পাপাচারকারীদের সঙ্গ অবলম্বন থেকে তাওবা করে নিন। পবিত্র কোরআনেও তাদের সঙ্গ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সপ্তম পারার সুরাতুল আনআমের ৬৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন:

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখনই শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসো না।

তাফসীরে আহমদিয়াতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে: অত্র আয়াতে জালিম দ্বারা কাফির, পথভ্রষ্ট, বদদ্বীন এবং ফাসিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (তাফসীরে আহমদিয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

নেকীর দা’ওয়াত দেয়ার জন্য ফাসিকদের নিকট গমন করা জায়িয

যে সমস্ত ইসলামী ভাই মুত্তাকী পরহেজগার, তারা বন্ধুত্ব ও মিত্রতা বজায় রাখার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র নেকীর দা’ওয়াত দেয়ার জন্য নাফরমান ও চরিত্রহীনদের সাথে উঠাবসা করতে পারবেন। পবিত্র কোরআনের সপ্তম পারার সূরাতুল আনআমের ৬৯নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন:

وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۶۹﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পরহেযগারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই, হ্যাঁ, আছে উপদেশ দেওয়া, হয়তো তারা ফিরে আসবে।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাযায়িনুল ইরফানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: এ আয়াত থেকে জানা গেলো, উপদেশ, নসীহত ও সত্যের দা'ওয়াত দানের জন্য তাদের সাথে উঠাবসা করা জায়েজ।

হাজ্জাজ বিন ইউসূফের গীবত করা থেকেও বিরত ছিলেন

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ الله **গীবতের** ব্যাপারে **আল্লাহ** পাককে এতই ভয় করতেন যে, যাদের নির্যাতন নিপীড়নের ইতিহাস প্রসিদ্ধ, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাদের সমালোচনা করা থেকেও তারা বিরত থাকতেন যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হাক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যাপার কি? আপনাকে তো কখনো হাজ্জাজ বিন ইউসূফ এর সমালোচনা করতে দেখা যায় নি? বললেন: আমি **আল্লাহ**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে খুবই ভয় করি কখনো যেন এমন না হয় যে, তাওহীদের বরকতে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন (যেহেতু সে একজন মুসলমান, তাই মুসলিম হওয়ার কারণে **আল্লাহ পাক** আপন দয়া দ্বারা

www.dawateislami.net

বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দেন) পক্ষান্তরে তার **গীবত** করার কারণে আমাকে শাস্তিতে নিপতিত করে দেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

তিনটি গুনাহের ভয়ানক পরিণতির ঘটনা

হে আশিকানে রাসূল! **আল্লাহ পাক** কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা কার ব্যপারে কিরূপ হতে পারে তা কেউ জানে না। তাই কোন মুসলমান চাই যতবড় গুনাহগারই হোক, তার ব্যাপারে আমরা এরূপ বলতে পারি না, সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে, যখন তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা প্রাধান্য পায় তখন বড় বড় লোকদেরও এমন পাকড়াও হয়ে যায় যে **আল্লাহ পাকের** পানাহ, আমাদেরকে রক্ষা করুন। **আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বয়ানাতে আত্তারীয়া'** ১ম খন্ডের ১১৩-১১৫ পৃষ্ঠায় মিনহাজুল আবেদীনের বরাতে উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক ছাত্রের অন্তিম মুহূর্তে তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তার নিকট 'সূরা ইয়াসিন' শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করলেন। তখন সে ছাত্র তাঁকে বলল: সূরা ইয়াসিন পাঠ করা বন্ধ করে দিন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে কলেমা শরীফের তলকীন করলেন। সে বলল: আমি কখনো

www.dawateislami.net

কলেমা পাঠ করব না। আমি তা বিশ্বাস করি না। ব্যস এ বাক্যটুকু বলতেই তার মৃত্যু হলো। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন ছাত্রের এ অশুভ পরিণতিতে খুবই মর্মাহত হলেন। ৪০দিন পর্যন্ত তিনি নিজ ঘরে বসে ছাত্রের জন্য কান্না করেন। ৪০দিন পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্ন দেখলেন; ফিরিশতারা সে ছাত্রকে টেনে হেছড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে **আল্লাহ পাক** তোমার মা'রিফত ছিনিয়ে নিয়েছেন আমার ছাত্রদের মধ্যে তোমার স্থান তো অনেক উর্ধ্বে ছিল। সে বলল: তিন পাপের কারণে: (১) চুগলীর কারণে, কেননা আমি আমার সহপাঠিদের এক রকম বলতাম এবং আপনাকে আরেক রকম বলতাম, (২) হিংসা-বিদ্বেষের কারণে, কেননা আমি আমার সহপাঠিদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতাম। (৩) মদ্যপানের কারণে, কেননা একটি রোগ থেকে নিরাময় লাভের উদ্দেশ্যে এক ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আমি প্রতিবছর এক গ্লাস মদ পান করতাম। (মিনহাজুল আবেদীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কলেমা পড়ার জন্য আদেশ দেয়া যাবে না, বরং তালকিনের বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে: মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে বসে নিজে উচ্চ স্বরে কলেমা পাঠ করতে থাকবেন, যাতে আপনার মূখ থেকে শুনে সেও কলেমা পাঠ করতে পারে।)

www.dawateislami.net

মুমূর্ষ অবস্থায় কুফরী কলেমা উচ্চারণ কারীর শরয়ী মাসআলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন! ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আপন সত্য প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য তার দরবারে অবনত মস্তকে লুটিয়ে পড়ুন। হায়! চুগলী, হিংসা-বিদ্বেষ এবং মদপানের কারণে একজন ওলিয়ে কামেলের প্রাণপ্রিয় শিষ্য কুফরী কলেমা বলে মারা গেল। এখানে একটি অতীব জরুরী মাসআলা শিখে নিন। যেমন- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যুর সময় مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ!) কারো মুখ থেকে কুফরী কলেমা নির্গত হলেও তার উপর কুফরীর হুকুম আরোপ করা যাবে না কেননা হতে পারে, মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণায় তার বিবেক বিকৃত হয়ে যেতে পারে এবং অজ্ঞান অবস্থায় তার মুখ থেকে এ কুফরী কলেমা নির্গত হয়ে গেল।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)

মানুষের অধিকাংশ গুনাহ তার জবান দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই ভুল পথে পরিচালিত জিহ্বা মানুষকে অনেক বিপদে ফেলে দেয়। মানুষ

www.dawateislami.net

এ জিহ্বা দ্বারা গালি দিয়ে, মিথ্যা বলে, **গীবত** করে, চুগলী করে নিজের পরকালীন জীবনকে ধ্বংস করে। এ জিহ্বার অনিষ্টাচরণ থেকে **আল্লাহ পাকের** কাছে পানাহ চাই! হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বা দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে।" (আল মুজামুল কবির লিত তাবরানী, ১০ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৪৪৬)

প্রতিদিন সকালে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ জবানের তোষামোদ করতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ †থকে বর্ণিত: যখন মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে, তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয় বিনয় করে বলে: আমাদের ব্যাপারে তুমি **আল্লাহ** পাককে ভয় কর! কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। যদি তুমি সোজা থাক তবে আমরাও সোজ থাকব। আর যদি তুমি বক্র হও তবে আমরাও বক্র হয়ে পড়ব। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৫)

যা অন্তরে বিরাজ করে সেটাই মুখে উচ্চারিত হয়

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়

www.dawateislami.net

বলেন: লাভ-ক্ষতি, সুখ, শান্তি, দুঃখ, বেদনায় (হে জবান!) আমরা তোমার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তুমি বিপদগামী হয়ে পড়লে আমরা ধ্বংসের অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত হব, আর তুমি ঠিক থাকলে আমরা সম্মানীত হতে পারব। মনে রাখবেন, জবান হচ্ছে, অন্তরের মুখপাত্র। তাই জবানের স্বচ্চতা অস্বচ্চতা অন্তরের স্বচ্চতা অস্বচ্চতার পরিচায়ক।

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

জবানের অসাবধাণতার কারণে বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই জবান যদি বাঁকা পথ অনুসরণ করে, তবে কখনো কখনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই জবান দ্বারা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, (কতিপয় অবস্থায়) তালাকে মুগাল্লাজা পতিত হয়। এ জবান দ্বারা যদি কাউকে কঠু বাক্য বলে এবং এতে তার রাগ এসে যায়, তবে অনেক সময় খুন খারাবী ও রক্তারক্তির পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জবান দ্বারা যদি শরয়ী অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকে হুমকি ধমকি দেয়া হয় আর তাতে সে মনে কষ্ট পায়, তবে নিঃসন্দেহে তা গুনাহ ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। তাবারানী শরীফের রেওয়ায়তে এসেছে, **রাসুলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

(শরয়ী কারণ ব্যতীত) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিলো।

(আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬০৭)

চির সন্তুষ্টি ও চির অসন্তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা বেলাল বিন হারেছ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন ব্যক্তি কখনো ভাল কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করেনা যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ **আল্লাহ পাক** তার একথার কারণে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য নিজের সন্তুষ্টি লিখে দেন, আবার কোন ব্যক্তি কখনো খারাপ কথা বলে, যার সম্পর্কে সে চিন্তাও করেনা যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। অথচ একথার কারণে **আল্লাহ পাক** তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৬)

বলার পূর্বে ভেবে দেখুন

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়

www.dawateislami.net

লিখেন: (অনেক সময় মানুষ) এমন মন্দ কথা বলে দেয় যার ফলে **আল্লাহ পাক** তার উপর চিরদিনের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এ সামান্য মন্দ কথার কারণেই দুনিয়া থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানে সে **আল্লাহ**র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে নিপতিত হয়। তাই মানুষের উচিত, খুব বিচার বিবেচনা করে কথা বলা। হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন: বেলাল বিন হারেছের উল্লেখিত হাদীস আমাকে অনেক কথা বলা থেকে বিরত রাখে। (মিরকাত) অর্থাৎ- আমি কোন কথা বলতে চাইলে এ হাদীসটি আমার সামনে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত এবং আমি (এ ভয়ে) নিশ্চুপ হয়ে যেতাম (যে, যেন আমার মুখ থেকে এমন কোন কথা বের না হয়, যার কারণে **আল্লাহ পাক** আমার উপর চিরদিনের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন।) (মিরাতুল মাযাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

কুফ্‌লে মদীনা লাগানোতেই নিরাপত্তা

হে আশিকানে রাসূল! বিচার বিবেচনা না করে কথা বলার দ্বারা সীমাহীন ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার হতে পারে এবং তা **আল্লাহ পাকের** চির অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। নিঃসন্দেহে মুখে কুফ্‌লে মদীনা লাগানো তথা নিজ জবানকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখাই নিরাপত্তা। চুপ থাকার

www.dawateislami.net

অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কিছু না কিছু কথা লিখে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে বলাই অত্যাধিক মঙ্গল জনক। কেননা যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে, সচরাচর ভূল বেশী করে থাকে, গোপনীয় বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। **গীবত, চুগলী ও ছিদ্রান্বেষন** ইত্যাদির মত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে বরং বকবক করার অভ্যাসে অভ্যস্থ ব্যক্তি অনেক সময় مَعَاذَاللّٰه কুফরী বাক্যও বলে ফেলে।

পাষাণ হৃদয়ের পরিণাম

দয়াময় আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করুক এবং আমাদেরকে মুখকে সংযত রাখার সামর্থ্য দান করুক। কেননা এটা **আল্লাহ**র যিকির হতে উদাসীন হয়ে বক বক করে তা হৃদয়কে পাষাণ করে দেয়। **আল্লাহর প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অশ্লীল কথাবার্তা বলা পাষাণ হৃদয়েরই পরিচায়ক। আর পাষাণ হৃদয় আগুনে রয়েছে।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০১৬)

বক্ বক্ করার অভ্যাস কুফরীর দিকে নিয়ে যায়

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের

ব্যাখ্যায় বলেন: যে ব্যক্তির জবান লাগামহীন, ভাল-মন্দ সব কথা নির্দ্বিধায় মুখ দিয়ে বলে ফেলে, তবে বুঝে নিন তার হৃদয় খুবই পাষাণ, তার মধ্যে লজ্জা নেই। কঠোরতা ঐ বৃক্ষ যার শিকড় মানুষের হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত এবং শাখা প্রশাখা জাহান্নামে। এরূপ লাগামহীন ব্যক্তির পরিণাম এটাই হয়ে থাকে, সে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও বেয়াদব এবং কাফির হয়ে যায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

জি চাহতা হে খোব গুনাহো পে মে রোয়ে
আফসোস মাগার দিল কি কাসাওয়াত নেহি জাতি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমীরে আহলে সুন্নাত দামত বারাকাতুহুল আলিয়া বলেন:

যখনিই কথা বলবে, উত্তম কথাই বলবে কেননা মিষ্টি ভাষার মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে যে, অবাধ্য ও বিদ্রোহীও অনুসরনকারী হয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউস সানি ১৪৩৬ হিজরি)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net